১. ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ইতিহাস সংক্ষেপে লিখে কর।

২. আচার্য ভরতের অনুসরণে 'রস' শব্দটির সংজ্ঞা, এবং পরিচয়, নিষ্পাদন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. 'রস' শব্দটি ভরত-পরবর্তী আলংকারিকদের হাতে কীভাবে গুরুত্ব অর্জন করেছে – সংক্ষেপে লেখ।

17

16

** উৎপত্তি ও ইতিহাস :- 'অলঙ্কার' শব্দটি সুপ্রাচীন এবং তাৎপর্যবহ। মূলীভূত 'অলম্' শব্দটির নানাবিধ অর্থের মধ্যে একটি প্রধান অর্থ "শোভা বা সৌন্দর্য"; দ্বিতীয় অর্থ 'অলং করা, যথেষ্ট'। বেদে এ 'অলম্' শব্দের পর্যায়বাচক 'অরম্' শব্দও পাওয়া যায়। এরও অর্থ অলঙ্কার। এই 'অরম্' শব্দের সঙ্গে লাতিন aurum শব্দের মিল আছে, যার লাতিন অর্থ হল স্বর্ণ (Gold), তার থেকে সৌন্দর্য। বেদে এ অলঙ্কারের সাদৃশ্য 'অরঙ্কার', 'অরঙ্কৃতঃ', 'অলঙ্কৃতঃ' শব্দগুলি পাওয়া যায়। এগুলির অর্থও 'অলঙ্কার'।

□ কেবল ঋগ্বেদ-সংহিতাদি নয়, নানা উপনিষদ, আদি রামায়ণ-মহাভারত, যাস্কমুনির নিরুক্ত গ্রন্থ, পাণিনি-পতঞ্জলির ব্যাকরণ — ইত্যাদি সাহিত্যগ্রন্থে অলঙ্কার আর উপমা (উপমার কারণও অলঙ্কার) - কথাটির বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি।

সাহিত্যার্থ

□ কিন্তু 'সৌন্দর্য' অর্থে 'অলঙ্কার' শব্দটি পাওয়া গেলেও আক্ষরিক রচিত কোন অলঙ্কার-শাস্ত্র আমরা পাইনা। কারণ, অলঙ্কার-নামক সাহিত্যতত্ত্বের তখনো সৃষ্টিই হয়নি। প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব হিসাবে ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ খ্রিস্টপরবর্তী প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে।

□ প্রাচীন কালের বহু অলংকার গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁদের নামোল্লেখ দেখে আমরা জানতে পারি যে এককালে বহু অলংকার গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। যেমন— রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' - ইত্যাদি গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক লেখকের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলংকারিকদের রচনাদি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না।

** ভরত ** ⇒ □ এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত অলঙ্কার-শাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র'। এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত-মহলে মতভেদ আছে। কারো কারো অনুমান 'নাট্যশাস্ত্র' খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের পূর্বেই লেখা হয়েছিল। তবে পণ্ডিতমহলের একাংশের ধারণা 'নাট্যশাস্ত্র' সম্পূর্ণরূপে মৌলিক গ্রন্থ নয়। কারণ, পূর্বতন যে আচার্যের মতামত, সূত্র, কারিকা ভরতমুনি উদ্ধৃত করেছেন, গ্রন্থটি তাতেই সমৃদ্ধ। বিভিন্ন সূত্রাকারে নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ যদিও এতে অলংকার-শাস্ত্রের অনেক উপাদানও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে কাব্যের অলংকার, গুণ, এবং দোষ সম্পর্কেও আলোচনা আছে। নাট্যশাস্ত্র, দৃশ্য ও শ্রব্য-কাব্য, রসের সমান উপাদানের উল্লেখ আছে। তাঁর মতে - নাট্যের প্রাণ হল রস- 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।' তিনি রসকেই প্রধান প্রত্যয়।

** ভামহ ** ভরতের পরেই কিন্তু কাব্যে প্রাণ রসের লৌকিকপ্রিয়তা আর রইল না। অলংকার-সম্পর্কিত প্রাচীনতম আলোচনা-গ্রন্থ অনেকের মতে ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' (খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দী)। (রসবিরোধী ভামহ অলংকারকেই কাব্যের প্রাণ বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন- 'প্রায়মুখ)

যতো রমণীর চোখে না কেন দুঃখহীন মন ক্ষোভ পায়না।" কাব্যের স্বভাব ধনি বলেছেন - "অঙ্গনার্থ সাধিতো কাব্যম্।" কাব্য নীতি তত্ত্ব নয়, অঙ্গনার্থের দিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি।

** দণ্ডী ** বামনের পরবর্তী আচার্য হলেন আমরা প্রথমে কাব্যের দণ্ডীর নাম বলতে পারি। তিনি ছিলেন দ্বারকাবাসী অলংকারবাদী। তার দণ্ডীর কাব্যে ছিল গুণ-রীতির দিক। তবে তিনি রসের অনেক নিকটে আসতে পেরেছিলেন। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' অলংকারবাদ ও রীতিবাদ - দুটো দিকই পরিস্ফুট, লক্ষণীয়। 'অভিরুচি অনুযায়ী ললিত পদাবলীকে তিনি কাব্য বলেছেন। তাঁর মতে অলংকার হল 'কাব্যশোভাকর'।

** বামন ** নবম শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য বামনই সর্বপ্রথম সূত্রাকারে অলংকার শাস্ত্র গ্রন্থ লেখেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সূত্রালঙ্কারবৃত্তি'। অলংকারকে ঈশ্বর গুরুর আশীর্বাদ বলে তিনি লিখেছেন - "কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ", অর্থাৎ অলংকার দ্বারাই কাব্য গ্রাহ্য বা উপাদেয় হয়। তিনি আরও বলেছেন - "সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ" - এই সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য কবিকে কাব্যে মাধুর্যাদি-গুণ যুক্ত করতে হয়। তাঁর মতে কাব্যের নিত্য ধর্ম হল গুণ, অলংকার হল অনিত্য। রীতিকে তিনি বলেছেন কাব্যের আত্মা - "রীতিরাত্মা কাব্যস্য"। আর এ রীতি হল 'বিশিষ্টা পদরচনা', রস-সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল স্বচ্ছ। সৌন্দর্যকে ধনি দেখেছেন বস্তুনিষ্ঠভাবে।

** উদ্ভট ** প্রথম শতকের শেষ ও নবম শতকের প্রথমার্ধের আলংকারিক উদ্ভট বামনের মতোই অলংকারবাদী।

তাঁর মতে কাব্যের প্রাণ রস, কিন্তু কাব্যের আত্মা উক্তি বক্রত্ব বা অলঙ্কার। তাঁর দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ এবং তিনিও কাব্যবিচারে দেহবাদী আলংকারিকদের দলভুক্ত।

** রুদ্রট ** নবম শতকের কাশ্মীরী আলংকারিক রুদ্রট বিখ্যাত তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের জন্য। বক্রোক্তি নামক অকাব্যকে ইনিই প্রথম বেশভূষা অলংকার করেই ইনি রসের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। রস এবং কাব্যের মূল সম্পর্ককে স্বীকার করলেও রসের চেয়ে অলংকারের দিকেই তাঁর ছিল অধিক পক্ষপাত। তিনি লাটীয় রীতির উদ্ভাবক এবং বৈদর্ভী তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ রীতি। 'অলংকৃতি কাব্যম্' — তাঁর কাব্যের সংজ্ঞা।

** কুন্তক ** 'বক্রোক্তিজীবিত' নামক অভিজাত গ্রন্থটির লেখক হলেন দশম শতকীয় কাশ্মীরী আলংকারিক কুন্তক। বক্রোক্তিবাদের দিক কুন্তক বক্রোক্তিকেই কাব্যপ্রাণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

** আনন্দবর্ধন ** ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দবর্ধনের আবির্ভাব নবম শতাব্দীতে। আনন্দবর্ধনের মতে গুণ, অলংকার, রীতি — এই সমস্ত কাব্যালঙ্কার, নিতান্তই বহিরঙ্গ, কাব্যের মূল্যায়নে এদের স্থান নেই, যে স্থান কেবলমাত্র প্রতীয়মান অর্থের। অব্যর্থ নয়, প্রতীয়মান অর্থের সাহায্যেই সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদন সম্ভব। এই প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি। কাব্যের অর্থ-প্রধান বলে স্বীকার করেও অনেক ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে তিনি রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বললেও বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি — এই ত্রিবিধ ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

সমালোচক তিনি রসের গুরুত্ব স্বীকার করলেও মনে রাখতে হবে তিনি ধ্বনিবাদেরই মূলতঃ সমর্থক এবং শেষতক তিনি রসবাদীও ॥

** ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক ও ভট্টনায়ক **

→ ভরতের রসসূত্রের যেসব ব্যাখ্যা আলংকারিক বিশ্বনাথ থেকে জানা যায়, তাঁর মতে যথাক্রমে ভট্টলোল্লট (নবম শতক, প্রথমার্ধ), ভট্টশঙ্কুক (নবম শতক, দ্বিতীয়ার্ধ) ভট্টনায়ক (দশম শতক) এবং অভিনবগুপ্ত ॥ রস-সম্পর্কিত তাঁদের মতামত যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে খ্যাত ॥

** অভিনব গুপ্ত ** রসবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হলেন অভিনব গুপ্ত (দশম-একাদশ শতাব্দী)॥ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল - ধ্বন্যালোকের 'লোচন' টীকা এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য রচনা 'অভিনব-ভারতী'॥ রসের স্বরূপ ও নিষ্পত্তি সম্পর্কে তিনি পূর্বসূরী ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক ও ভট্টনায়কের মতামতকে খণ্ডন করে নিজের অভিব্যক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শব্দের অভিধা ও লক্ষণা শক্তিকে ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনাকে বিশ্বাসী ॥ কাব্যচর্চার তিনি রসধ্বনিরই সমর্থক ॥ অভিনবগুপ্ত ভট্টতৌত, ভট্টনায়ক ও ভট্টশঙ্কুকের সঙ্গে রসধ্বনির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে রসের তিনটিকে প্রাণের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং রসধ্বনিকে বলেছেন আত্মা ॥

** বিশ্বনাথ ** 'সাহিত্য দর্পণ' কার বিশ্বনাথ কবিরাজ চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত আলংকারিক। রসবাদী এই আলংকারিক শব্দ ও অর্থকে কাব্যের দেহ এবং রসকে তার আত্মা বলেছেন ॥ রসাত্মক বাক্যই তাঁর মতে কাব্য এবং গুণ, রীতি ও অলংকার কাব্যের উৎকর্ষ করে। ধ্বনিবাদকে উত্তম কাব্য বললেও তিনি ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলেননি।

অল্ঙ্কারকে তিনি বলেছেন 'কাব্যশোভাকর' ও নারীদেহের ভূষণের মতো গুণের উপকারী।

□ এখানে আমরা ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রকারদের উজ্জ্বল কিছু জ্যোতিষ্কের তত্ত্ব-দর্শন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। কিন্তু এতক্ষণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের যে রূপরেখা আমরা আঁকলাম তা মূলত: chronological. অলঙ্কার-শাস্ত্র তথা সাহিত্যতত্ত্বালোচনার আরও একটি Angle of vision আছে, সেটি হল গোষ্ঠী কেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বচর্চা (school of doctrine)। নিচে ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আলোচনা-সমূহের একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো গেল —

ক্রম.	মতবাদ	প্রধান প্রবক্তা	মতানুসারী ও আলোচনাকারী	মূল প্রতিপাদ্য বিষয়
১.	রসবাদ	ভরত - আচার্যভরত (নাট্যশাস্ত্র) তুলনীয় - দণ্ডীর মার্গদ্বয় ও রুদ্রটের অন্য কাব্য-বৈশিষ্ট্য।	দক্ষিণ, সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, সাহিত্য-দর্পণ, শৃঙ্গারপ্রকাশ, ভোজপ্রকাশ, রস-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতাগণ।	'কাব্যং রসাত্মকং কাব্যম্' - রসই কাব্যের আত্মা।
২.	অলঙ্কারবাদ	ভামহ ও উদ্ভট। তুলনীয় - দণ্ডী, রুদ্রট, প্রতিহারেন্দুরাজ প্রমুখ।	মম্মট, আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ, ভোজ-প্রমুখ।	'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' - অলঙ্কারই কাব্য-সৌন্দর্যের জনক।
৩.	রীতিবাদ	প্রবর্তক - বামন। তুলনীয় - দণ্ডীর রীতি-সমূহ।	ভামহ, রুদ্রমহর, ভোজ, বাগ্‌ভট-প্রমুখ।	'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' - রীতিই যে কাব্যের আত্মা। বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, লাটী, ও অবন্তী রীতি মুখ্য।
৪.	ধ্বনিবাদ	আনন্দবর্ধন, (প্রধান প্রবক্তা)	ধ্বন্যালোক-লোচন টীকাকার, ভামহ-বামন ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল ধ্বনির প্রবক্তা।	'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি' - ধ্বনিই কাব্যের আত্মা।
৫.	বক্রোক্তিবাদ	কুন্তক (প্রধান প্রবক্তা) আদিত দণ্ডী, ভামহ ও অনন্তর সকলেই পূর্বের আচার্য বলেছেন।	মম্মট, বাগ্‌ভট, রুয্যক, বিদ্যাধর, হেমচন্দ্র প্রমুখ।	'বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী-ভণিতিঃ' - বক্রোক্তিই কাব্যের আত্মা। অন্যান্যরা একে অলঙ্কার হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।
৬.	ঔচিত্যবাদ	ক্ষেমেন্দ্র এর প্রবক্তা। কিন্তু ধ্বনিকারও এর উল্লেখ করেছেন	কুন্তক, ভোজ, অভিনবগুপ্ত প্রমুখও ঔচিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।	ঔচিত্যই কাব্যে রসের স্থিতির কারণ। ঔচিত্যের জন্যই কাব্য চমৎকার হয়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র

রস আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রশ্ন করেছেন - রস কী? - "রস ইতি কঃ পদার্থঃ?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেন - "উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ", অর্থাৎ যা আস্বাদ্য, তাই হল রস। তবে তিনি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর লৌকিক চিত্ত আস্বাদনের কথা বলেননি, অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদ্য নাট্যরসের কথা বলতে চেয়েছেন।

□ 'রস' শব্দটি এসেছে 'রস্' ধাতু থেকে। 'রস্' ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা। অর্থাৎ ধাতুগত অর্থে যা আস্বাদ্য, তাই রস। কাব্যের ক্ষেত্রে যা আস্বাদ্য, তাই হচ্ছে কাব্যের রস।

□ রস সম্পর্কে পণ্ডিত প্রবর অভিনবগুপ্তের কালোত্তীর্ণ মন্তব্যটি এখানে প্রযোজ্য। তাঁর মতে -

- সহৃদয় সামাজিকের কাব্যরসীলনের অভ্যাসবশে, দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যবর্ণিত বস্তুর সঙ্গে তন্ময়তা-প্রাপ্ত হয়, তখন দর্শক লোকের, সুখাদি বর্ণিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই হল, রস।

অর্থ-পরিচয়

'নাট্যশাস্ত্র'কার ভরতের বিখ্যাত রস-সূত্রটি হল -

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"

- অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে।

লক্ষণীয় যে, এখানে কিন্তু স্থায়ীভাবের কোনো উল্লেখ নেই। রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে উপরোক্ত শব্দগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া দরকার। প্রসঙ্গক্রমে স্থায়ী-ভাবগুলিরও পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

** বিভাব ** 'বিভাব' শব্দের অর্থ হল- কারণ, অর্থাৎ রসানুভূতির কারণ। লৌকিক জগতের কোনো ঘটনা, সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে অনুভূত কোনো ভাবের কারণ বা উদ্দীপক-রূপে, অঙ্গাঙ্গী সমন্বিত হয়ে, রস উদ্রেক করলে, তাকে বিভাব বলে।

সুতরাং বলা যেতে পারে, লৌকিক জগতে যা, রতি-হাস্য-শোক-ক্রোধ-ভয়-প্রভৃতি ভাবের, উদ্দীপক, কারণ বা নায়ক, তাকেই বলা হয়, বিভাব।

এই বিভাব আবার দুপ্রকার। যথা —

(ক) আলম্বন বিভাব :- যাকে অবলম্বন করে, কাব্যজগতে, এক অলৌকিক ভাবের বা রসের উদ্ভব ঘটে, তাকে বলে, আলম্বন বিভাব।
যেমন, শকুন্তলা নাটকে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে অবলম্বন করে, স্থায়ীভাব যে রতি - তার প্রকাশ ঘটে। তাই দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা -এ নাটকের আলম্বন বিভাব।

(খ) উদ্দীপন বিভাব :- যে সমস্ত বিষয়বস্তু, বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অলৌকিক ভাব বা রসের উদ্দীপন, সহায়তা করে, তাদেরকে বলে, উদ্দীপন বিভাব।
যেমন - বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার অনুভূত রতি-ভাবের

উদ্দীপন, কালিন্দীর কালো জল, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ-ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, বিরহ দুঃখ, নিঃসঙ্গ,— এই গুলি হল - উদ্দীপন বিভাব ॥

** অনুভাব ** আলম্বনের চিত্ত, অনুভূত ভাব, যে সব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়, নায়ক, প্রকাশ পায়, তাদের কাজের, সেই সব লৌকিক কার্য, কাজ ও নায়কের অনুভাব ॥ সুতরাং বিভাব ও অনুভাবের সম্পর্ক হল, কার্য-কারণ-সম্পর্ক ॥

যেমন - " দ্বিতীয় বর্ষিত পাদ, কম্র চক্ষু স্মিতেপাত
স্মিতহাস্য, নাহি চল, মলম্বিত, কর-অগ্রাত,
মুগ্ধ অধরাত ।"

এখানে মিলন-মধুর, লজ্জার ভাবটি, প্রকাশিত হয়েছে, যে কটি বিকারে, তা অনুভাব ॥ যথা- 'দ্বিতীয় বর্ষিত পাদ', 'কম্র চক্ষু', 'স্মিতেপাত', 'স্মিতহাস্য' ও 'মলম্বিত' যেমন ॥

** ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব **

→ অভিমুখে, ব্যভিচারিত এর অর্থ হল — বি (বিশেষ) ব্যভি (অভিমুখে) চর (গমন করা) ধাতু, এই জাতীয় ভাব-সমূহ, মনে, স্বতন্ত্র-রূপে থাকে না। কোনো না কোনো, স্থায়ীভাবের সম্পর্কেই, মনে, উদ্ভাসিত হয়, সেই স্থায়ীভাবের অভিমুখে, গমন, চালিত করে ॥ এই জন্য, এদের নাম, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ॥ বিভাব ও অনুভাবের সাথে, মিলনমধুর, এককার হয়ে থাকে ॥ আলং কারিকেরা নির্বেদ, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, ~~[illegible]~~ প্রভৃতি, ব্যভিচারী, ব্যভিচারী ভাবের কথা, বলেছেন ॥

* * * সুখবাদের * * * সহজাত সামাজিকের চিত্ত, যে কামনা বা সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সর্বদাই সুখভোগ আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে এবং অন্য কোন অনুকূল বা প্রতিকূল ভোগ, যাকে দূর করতে পারেনা - তাকে, সুখবাদের বলে। অর্থাৎ ভোজন, রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় - এই আটটিকে সুখবাদের বললেও, পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ 'শম' কেও সুখবাদের স্বীকৃতি দেন।

এই নটি ভাবকে, আলঙ্কারিকগণ, সুখবাদের বলেছেন। ~~কারণ হিসাবে~~ কারণ হিসাবে, অভিনব গুপ্ত জানিয়েছেন —

" ভাবরূপ, সে চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে চমৎকারূপে প্রতীয়মান হয়, সেটিই, সুখবাদ ভাব।"

এই নটি সুখবাদের, কারণ ভাব - অনুভাবের সংশ্লেষে, যথাক্রমে নটি রস পরিণত হয় — শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

এছাড়াও, চারটি উপাদানের মধ্যে, ভাব ও অনুভাব হল, বহিরঙ্গ উপাদান, আর সুখবাদ, স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব হল মানসিক বা অন্তরঙ্গ উপাদান।

→ অন্তরঙ্গ বা মানসিক উপ

অল্প ও মধুর — এই দুই সূত্রের ভূমি।

** রসনিষ্পত্তি ** আচার্য ভরত রসনিষ্পত্তির যে সূত্র দিয়েছেন, তাতে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহযোগের কথা বললেও কই সংযোগ কার সহযোগ — তার উল্লেখ করেননি। 'সংযোগ' বা 'নিষ্পত্তি' বলতে ঠিক কি বোঝায় বা তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বা নির্দেশ করেননি। পরবর্তী সময়ের অন্যান্য আচার্য-তুল্য লেখক, তুল্য শ্রদ্ধেয় ও তুল্যনামা রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হলেও তাঁদের মতেও এর যথার্থ রহস্যোদ্ধার সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সকলের চিন্তন গেলে দিয়েছেন আভিনবগুপ্ত তাঁর — অভিব্যক্তিবাদ। আমাদের তেমন আলোচ্য বিষয় হল — ভরত নিজে রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে কি বলেছেন তার আলোচনা।

□ রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভরত বলেছেন —

(রসসূত্র, চিত্র, নাট্য, সমস্ত সংগ্রহ।)

" যেমন নানা রস, ব্যঞ্জন, ওষধি এবং দ্রব্যের সংযোগে ভোজ্য রস নিষ্পন্ন হয়, তেমন গুড় প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ওষধির সাহায্যে ষাড়বাদি রস তৈরী হয়।" ঠিক সেইভাবে নানাভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়।" ভরতের ব্যাখ্যানুযায়ী 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'নিষ্পন্ন' ক্রিয়া তৈরী করা 'হওয়া' লাভ।

□ 'সংযোগ' শব্দের অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

" নানা ব্যঞ্জন সংযোগে অন্ন ভোজনকারী জনগণ যেমন রসাস্বাদন করে আনন্দ লাভ করেন, তেমনি বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়ীভাবের

সুপ্রত মূলাধারের,

আত্মাকে গ্রহণ করে, সমাধি দ্বারা আনন্দ-প্রভৃতি লাভ করেন।"

অর্থাৎ 'সংযোগ' বলতে তারা সম্যক যোগ বা সংযমের কথাই বলেছেন।

সুতরাং তাদের ব্যাখ্যানুযায়ী নাড়ীর মল (তেজ) রজ, মূত্রীভাব মল অল্প বায়ু, পিত্ত, কফ ও ধাতুগুলি মল এগুলি প্রভৃতি।

সুতরাং পিত্ত, কফ ও ধাতুগুলোর সঙ্গে মূত্রীভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপিত হল, রসসিদ্ধি ঘটে। এই রসসিদ্ধি সাধকের অর্থ হল উৎপত্তি বা নির্মাণ। 'নির্মাণ' বলতে তারা পরিপক্কতাই বুঝিয়েছেন।

সুতরাং 'রসপরিপক্কতি' বলতে বোঝায় দেহের উৎপত্তি বা নির্মাণ।

দেহ সম্পর্কে: (৩৪-৩৫) শ্লোকে তিনি বলেছেন

→ নানাবিধ দ্রব্য এগুলি যেমন রোহিত বা উৎপন্ন হয়, তেমনি ভাবসমূহ, আহারজাত দ্রব্য, রসসমূহ রোহিত হয় (উৎপন্ন, আত্মাকৃত হয়)।

যেমন মাটি থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল-ফল হয়, তেমনি সকল রস, ভাবসমূহের মূল, ভাবগুলি আবার সকল দেহের মূল।" (৩৮ শ্লোক)

** আনন্দবর্ধন **

ভরত পরবর্তী অলঙ্কারিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধন ॥ মূলতঃ ধ্বনিবাদী হলেও কাব্যশরীরে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেছেন। কাব্যের আত্মার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, শব্দার্থ, অলঙ্কার, রীতি — এর কোনটিই মূলত তা নয়। যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে সহৃদয়কে আবিষ্ট করা ॥ কাব্য যদি কেবল বাক্যরূপ-মাত্র হত, তবে বাক্য-বাচকের স্বরূপ-জ্ঞানেই কাব্যার্থের প্রতীতি হত ॥ কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় — কেবলমাত্র শব্দার্থ-তত্ত্বজ্ঞদের দ্বারাই শোভা পায় না। রমণীদেহের লাবণ্য যেমন তার অবয়ব-সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেয়। তেমনি শ্রেষ্ঠ কাব্যও নিজের বাচ্যার্থ পরিসমাপ্ত না করে ভিন্ন বস্তুর ব্যঞ্জনা করে ॥ কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ভিন্ন বস্তুর ব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন ধ্বনি ॥

□ 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে —

" যেখানে কাব্যের শব্দ ও অর্থ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে অন্য অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন। "

এই ব্যঞ্জিত অর্থই অলঙ্কার পরিভাষায় 'ব্যঙ্গ্য' বা ব্যঙ্গ্যার্থ ॥ আনন্দবর্ধনের মতে — এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্য হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু ॥ এবং কাব্যের এই ধ্বনি উদ্ভূত পাঠক হৃদয়ে। যিনি সার্থক কবি তিনি ব্যঙ্গ্যার্থের সাদর-ধ্বনি। যিনি সার্থক কবি তিনি ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির সুন্দর সঞ্চার দক্ষতা দিয়ে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির সুন্দর সঞ্চার ঘটান ॥

সুধ্বনি = যে ধ্বনি বস্তু বা অলঙ্কারে ব্যঞ্জিত না হয়ে প্রকাশিত হয়, সেই বস্তু বা অলঙ্কার হল অধ্বনি।

'স এব পরমার্থঃ' = রস যখন পরম ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনি।

□ আনন্দবর্ধন কাব্যকে মূলত: দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা: অব্যঙ্গ্য ও ব্যঙ্গ্য কাব্য। ব্যঙ্গ্য কাব্য আবার দু'প্রকার — (ক) ধ্বনি এবং (খ) গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাব্য। গুণীভূতব্যঙ্গ্য ব্যঙ্গ্যের চেয়ে কাব্যের প্রাধান্যই অনুভবযোগ্য। এর ধ্বনিত প্রতীয়মান অর্থটি প্রধান। এই ধ্বনিকে আবার নানা শ্রেণী-উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে ধ্বনির শ্রেণী-উপশ্রেণীগুলিকে দেখানো গেল —

Rabindra Bharati University Experience

ধ্বনি

অবিবক্ষিতবাচ্য (অপ্রকাশিত)

(অবিবক্ষিত = এমন বক্তব্য যা শব্দের মধ্যে নেই। (D - 120))

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য

অর্থান্তর সংক্রমিত

অত্যন্ত তিরস্কৃত

সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি

অসংলক্ষ্যক্রম

বস্তু ধ্বনি (বিষয়বস্তুর প্রাধান্য)
(ক. বস্তু → বস্তু
খ. অলং. কার → বস্তু)

অলং. কার ধ্বনি (অলঙ্কারের প্রাধান্য)
(ক. অলং. কার → অলং. কার
খ. বস্তু → অলং. কার)

রসধ্বনি
↓
(সহৃদয়ের হৃদয়ের প্রাধান্য)

— তালিকাতে চিত্রিত সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিতে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির ক্রমটি সহজেই বোঝা যায়। বস্তু ধ্বনি ও অলং. কার ধ্বনি সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির মধ্যে পড়ে।

আর অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিতে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ উত্তরের ক্রমটি লক্ষ্য করা যায় না। এগুলোর সূক্ষ্মতা এবং ধরনের ধ্বনি নিয়ে বিতর্ক আছে।

রসযুক্ত কাব্য এই ধ্বনির পরিচায়ক হয়।
এই ধ্বনির আবার দুটি বিভাগ – বস্তুধ্বনি ও রসধ্বনি।

□ বস্তুধ্বনি বলতে বোঝায় – যেখানে বাক্যার্থ থেকে একটি ভিন্ন বস্তু ব্যঞ্জিত হয় কিংবা বাক্যার্থ থেকে অধিক মনোহারী হয়ে ওঠে। আর বস্তুবস্তু বা অলংকার যেখানে অপ্রধান হয়ে ভিন্ন অলংকার ব্যঞ্জনা আনে, সেখানে হয় অলংকার ধ্বনি; আর বস্তুধ্বনিতে, মনোহারী ভাব ধ্বনিত হয়। আনন্দবর্ধনের মতে – উভয়ের কোনটিই শ্রেষ্ঠ ধ্বনি নয়। শ্রেষ্ঠ ধ্বনি হল রসধ্বনি।

□ রসধ্বনিতে, কাব্যের প্রধান, সাক্ষাৎ, অঙ্গীরূপে, ব্যঞ্জিত হয় রস, ধ্বনিত হয়। বস্তুধ্বনি কিংবা অলংকার ধ্বনিতে বস্তু কিংবা অলংকার ধ্বনিত হওয়া লক্ষ্যমূলক নয়, কিন্তু রসের ধ্বনিত হওয়া লক্ষ্যমূলক। বস্তুত: রসই আত্মা, বস্তুধ্বনি ও অলংকার ধ্বনি শেষ পর্যন্ত রসেই পরিণতি হয়।

□ আসলে ধ্বনি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মতো। কিন্তু সহৃদয় পাঠক যেই কাব্য-পাঠ করে রসের আস্বাদ লাভ করে। অর্থাৎ আত্মা যখন ধ্বনি পাঠকের অন্তরে গিয়ে যখন আত্মাস্বাদ হয়ে ওঠে, তখন হয় রস। সুতরাং আনন্দবর্ধন ধ্বনির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বললেও তিনি মূলত: রসধ্বনিকেই মেনে নিয়েছেন।

□ অভিনব গুপ্ত রসধ্বনিকেই শ্রেষ্ঠধ্বনি হিসাবে নির্ণয় করেছেন। তিনি বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনির মধ্যে রসধ্বনির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে প্রথম তিনটির সঙ্গে